দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 19 NOV 2016
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৮

জামালপুর ও গফরগাঁওয়ে পরীক্ষার ফরম পূরণে অতিরিক্ত ফি আদায়!

■ জামালপুর প্রতিনিধি

জামালপুরের অধিকাংশ স্কুলে এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণে বোর্ড নির্ধারিত ফি'র চেয়ে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ উঠেছে। ফলে শিক্ষার্থীরা অর্থাভাবে তাদের ফরম পূরণ করতে না পেরে দিশেহারা হয়ে পড়েছে।

জানা যায়, জেলার অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবার এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ম-নীতি তোয়াক্কা না করে প্রতিষ্ঠান প্রধানগণসহ পরিচালনা কমিটির যোগসাজশে অতিরিক্ত ফি আদায় করে যাচ্ছেন। কিন্তু বিষয়টি দেখার কেউ নেই। ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর বেঁধে দেওয়া সময়সূচি পার হলেও অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের কারণে শিক্ষার্থীরা ফরম পূরণে ব্যর্থ হচ্ছে বলে জানা যায়।

জেলার ভাটারা স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা অভিযোগ করে বলেন, এ বিদ্যালয়ে মোট ২৫৪ জন এসএসসি পরীক্ষার্থীর মধ্যে এ পর্যন্ত মাত্র ৮ থেকে ১০ জন ফরম পূরণ করেছে। বাকিরা অতিরিক্ত ফি আদায়ের জন্য ফরম পূরণ করতে পারছে না। তারা আরো অভিযোগ করে বলেন, পরিচালনা কমিটির সভাপতি ভাটারা ইউনিয়নের বর্তমান চেয়ারম্যান বোরহান উদ্দিন বাদলের যোগসাজশে অধ্যক্ষ জাহাঙ্গীর আলম নানা অজুহাত দেখিয়ে ফরম পূরণ করতে ৪ হাজার ৫'শ টাকা করে ফি আদায় করে যাচ্ছেন। এ ব্যাপারে বোরহান উদ্দিন বাদল বলেন, এর নীচে কোনোক্রমেই ফরম পূরণ করতে দেওয়া হবে না। আমার বিরুদ্ধে পত্র-পত্রিকায় যা লেখা হয় হোক, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। ভাটারা স্কুল অ্যান্ড কলেজ ছাড়াও হাজীপুর উচ্চ বিদ্যালয়, আলিম উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়, অ্যাডভোকেট খলিলুর রহমান উচ্চ বিদ্যালয়, এয়ারখান উচ্চ বিদ্যালয়, আর ইউটি উচ্চ বিদ্যালয়, বাউসি বাঙ্গালী উচ্চ বিদ্যালয়, সোনার বাংলা উচ্চ বিদ্যালয়, কামাল খান হাট উচ্চ বিদ্যালয়, নারীকেলী উচ্চ বিদ্যালয়, গোদাশিমলা উচ্চ বিদ্যালয়, বাংলাদেশ উচ্চ বিদ্যালয়সহ চরপাড়া এসএম দাখিল মাদ্রাসা, মহিষাবাদুরিয়া দাখিল মাদ্রাসায় অতিরিক্ত ফি আদায় করার অভিযোগ করছে শিক্ষার্থীগণ।

এ বিষয়ে জেলা প্রশাসক শাহাবুদ্দিন খান বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ে যারা এ ধরনের দুর্নীতি করবে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এদিকে গফরগাঁও (ময়মনসিংহ) সংবাদদাতা জানান, ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে এসএসসির ফরম পূরণে অতিরিক্ত টাকা আদায়ের অভিযোগ উঠেছে। কোচিং ফি, ফরম পূরণ সংক্রান্ত কাজে শিক্ষকদের শিক্ষা বোর্ডে যাতায়াত, বিদ্যালয়ের বিদ্যুৎ বিল, মডেল টেষ্ট, উন্নয়ন, অনলাইনে ফরম পূরণসহ বিবিধ খাতে পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত দেড় হাজার থেকে আড়াই হাজার টাকা আদায় করা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে হাইকোর্টের নির্দেশনাও মানা হচ্ছে না, কোনো প্রকার রশিদও দেওয়া হচ্ছে না।

উপজেলার দত্তেরবাজার ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ে ফরম পূরণে টেষ্ট পরীক্ষায় অকৃতকার্যদের কাছ থেকে ৫ হাজার টাকা, কৃতকার্যদের কাছ থেকে ৩ হাজার টাকা, শাখচূঁড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে ৩ হাজার টাকা, রসুলপুর বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে ৩ হাজার ৯'শ টাকা, মশাখালী উচ্চ বিদ্যালয়ে ৪ হাজার টাকা করে আদায় করা হচ্ছে।

এ ব্যাপারে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বেলায়েত হোসেন বলেন, ফরম পূরণে অতিরিক্ত টাকা আদায়ের সুযোগ নেই। অভিযোগ প্রমাণিত হলে এদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।